প্রথম আলো

তারিখ 29 SEP 2008 পৃষ্ঠা ১ কলাম ২






রয়েল ইউনিভার্সিটিতে দুই মালিক এবং দারুল ইহসানে উপাচার্য পদের দাবিদার দুই অধ্যাপক —প্রথম আলো

# রয়েলের দুই মালিক, দারুল ইহসানে দুই উপাচার্য, সনদ দেওয়া থেমে নেই

শরিফুজ্জামান পিন্টু

উচ্চশিক্ষার ফেরিওয়ালা ৩

রয়েল ইউনিভার্সিটির রাজশাহী শাখা খোলার জন্য মূল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চুক্তি করেন দুবাই ফেরত নওগাঁর আলী খান। এ পর্যন্ত তিনি প্রায় ২০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন। স্বপ্ন ছিল লভ্যাংশ ভাগাভাগি হবে। এখন পুঁজি রক্ষার দুশ্চিন্তায় আছেন তিনি।

নওগাঁর আলী *প্রথম আলোকে* জানান, উদ্দেশ্য মহৎ থাকলেও যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি এগোতে চেয়েছিলেন, সেটি সঠিক ছিল না। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে শাখায় ছাত্র ভর্তি না করার নির্দেশ দিয়েছে সরকার।

সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, আগে ভর্তি হওয়া ২১০ জন শিক্ষার্থীর লেখাপড়া নামকাওয়াস্তে শেষ করার চেষ্টা চলছে। এদের কাছ থেকে যে টাকা পাওয়া যায়, তা দিয়ে ওই শাখা চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ড. রোখসানা আখতার।

রয়েল ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে ময়মনসিংহ, জামালপুরসহ কয়েকটি স্থানে শাখা খুলে প্রতারণা ও সনদ বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। মালিকানার দ্বন্দ্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বই এখন হুমকির মুখে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, রয়েল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেন সাবেক সাংসদ ডা. এইচ বি এম ইকবালের স্ত্রী ডা. মমতাজ বেগম। জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর তাঁরা দুজনই দেশের বাইরে আছেন। উপাচার্য অধ্যাপক চৌধুরী শামসুল হুদা হারুন গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, এই সুযোগে ডা. মমতাজ বেগমের সই জাল করে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা ও ঢাকার তেজগাঁও কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আব্দুর রশীদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ড. আব্দুস সাত্তার পৃথক ফাউন্ডেশন গঠন করেন। তাঁরা বনানীর ইকবাল সেন্টার থেকে নতুন ফাউন্ডেশনের অধীন এই

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩

## রয়েলের দুই মালিক, দারুল ইহসানে দুই উপাচার্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস সরিয়ে উত্তরা ও বনানীতে আলাদা দুটি ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করেন এবং দুজন পরিচালক নিয়োগ দেন।

জানা যায়, অধ্যক্ষ রশীদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা এবং ড. সাত্তারকে রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন ডা. ইকবাল। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে এঁদের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়টির নামে নতুন ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। সাত সদস্যের ওই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এখন অধ্যক্ষ রশীদ এবং সদস্যসচিব ড. সাত্তার।

ডা. মমতাজ বেগমের পক্ষে সোয়েব রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে আবেদন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইউজিসি বিষয়টি তদন্ত করে ডা. মমতাজ বেগমকে বৈধ মালিক বলে ঘোষণা দেয়। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস ইকবাল সেন্টারে ফিরিয়ে আনার পরামর্শ দেওয়া হয়।

এই আদেশের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় নেন ড. সাত্তার ও আব্দুর রশীদ। আদালত স্থিতাবস্থা দেওয়ায় তাঁরাই আপাতত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছেন।

ড. সাত্তার *প্রথম আলোকে* জানান, রয়েল বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বৈধ নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকায় বনানী ও উত্তরা ক্যাম্পাসে ছাত্র ভর্তি চললেও ঢাকার বাইরে ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে না।

অন্যদিকে সম্প্রতি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ড. সাত্তারকে বহিষ্কারের ঘোষণা দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সোয়েব রহমান। *প্রথম আলোকে* সোয়েব রহমান বলেন, ইকবাল সেন্টারেই বিশ্ববিদ্যালয় চলবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় দখলের চেষ্টা আইনগতভাবে মোকাবিলা করা হবে। তিনি বলেন, দেশে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চলছে। অথচ সবার চোখের সামনে জালিয়াতি করে একটি বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে নেওয়া হলো।

বর্তমানে বনানীর ইকবাল সেন্টারে ডা. মমতাজ বেগমের পক্ষে আগের ক্যাম্পাস চালু রাখা হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা পঞ্চাশের নিচে। আর নতুন মালিক দাবিদারদের উত্তরা ও বনানী শাখায় শিক্ষার্থী প্রায় ৭০০।

সোয়েব রহমান জানান, রয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে যেভাবে সনদ বিক্রির অভিযোগ রয়েছে তা বন্ধে দ্রুত ও জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তবে ড. সাত্তার *প্রথম আলোর* কাছে সনদ বিক্রির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

ড. সাত্তার দাবি করেন, তাঁরা মমতাজ বেগমের সই জাল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব নেননি। ডা. ইকবাল ও ডা. মমতাজ বেগমের অনুপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়টি বিক্রির চেষ্টা করছিলেন তাঁদের ব্যক্তিগত দুই কর্মকর্তা। এটা জানতে পেরে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়টি ইকবাল সেন্টার থেকে সরিয়ে নেন এবং নতুন ফাউন্ডেশন গঠন করেন। ইউজিসির তদন্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের মনে হয়েছে, ইউজিসি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে এই প্রতিবেদন দিয়েছে। এ কারণেই আমরা আইনের আশ্রয় নিয়েছি।' বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তদন্তের এখতিয়ার ইউজিসির নেই বলেও দাবি করেন ড. সাত্তার।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক চৌধুরী শামসুল হুদা হারুন এখন অনেকটা সুস্থ এবং ইকবাল সেন্টারে অনিয়মিত অফিস করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, বিভ্রান্ত হয়ে কোনো শিক্ষার্থী অন্য কোনো ক্যাম্পাসে গেলেও এক হাজার ৫০০ টাকা নিবন্ধন ফি দিয়ে ইকবাল সেন্টারের মূল ক্যাম্পাসে ফিরে আসার সুযোগ পাবে।

**নিদারুণ সংকটে দারুল ইহসান:** কয়েক বছর ধরে মালিকানা আর উপাচার্য সংকটে আটকে আছে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়। মালিকানা নিয়ে চলছে দুই পক্ষের প্রায় ৪০টি মামলা।

বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য দাবিদার অধ্যাপক সৈয়দ আলী নকী ও অধ্যাপক মনিরুল হক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি ইতিমধ্যে সমঝোতার হাল ছেড়ে দিয়েছে। পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি দিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কোনো শিক্ষার্থী যদি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তাহলে এর দায়দায়িত্ব সরকারের নয়।

এত কিছুর পরও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী প্রায় ১০ হাজার। এর মধ্যে ঢাকায় চারটি ভবনে শিক্ষার্থী প্রায় দুই হাজার। সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ঢাকার বাইরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ কেন্দ্রে ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে। প্রায় আট হাজার শিক্ষার্থী এসব কেন্দ্রে ভর্তি আছে।

এক উপাচার্য সৈয়দ আলী নকী বসেন মিরপুর ও উত্তরা ক্যাম্পাসে। আরেক উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুল হক বসেন ধানমন্ডি ও উত্তরা ক্যাম্পাসে। ইউজিসির সাবেক সদস্য মনিরুল হক নিজেকে রাষ্ট্রপতির নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দাবি করেন। সৈয়দ আলী নকী বলেন, একটি চক্র জালিয়াতির মাধ্যমে কাগজপত্র তৈরি করে রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপন করে অনুমোদন আনলেও এর কোনো বৈধতা নেই।

সৈয়দ আলী নকী বলেন, আদালতের সব রায় তাঁর পক্ষে হলেও প্রতিপক্ষ নিবৃত্ত হচ্ছে না। গায়ের জোরে এবং কিছু দুষ্কৃতকারীকে সঙ্গে নিয়ে অবৈধ কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক মনিরুল হক বলেন, 'আমি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য। কিন্তু প্রতিপক্ষ গায়ের জোরে নিজেকে উপাচার্য দাবি করছেন।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ঢাকার বাইরে 'আউটরিচ' কেন্দ্রগুলোর শিক্ষার্থীদের কোর্স ডিসেম্বরে শেষ হবে। এরপর সিদ্ধান্ত হবে নতুন করে শিক্ষার্থী ভর্তি হবে কি না।

জানা যায়, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ সৈয়দ আলী আশরাফ কম খরচে এতিম, দরিদ্রসহ অন্যান্য শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। নিঃসন্তান এই ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তাঁর হাজার কোটি টাকার ধনসম্পদ ট্রাস্টের মাধ্যমে জনকল্যাণে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেন। ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা ট্রাস্টি তাঁর ভাই সৈয়দ আলী নকী। অভিযোগ আছে, বিএনপি ও জামায়াতের সমর্থক কিছু ব্যক্তি নতুন একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে ইউজিসির সাবেক সদস্য অধ্যাপক মনিরুল হকের নাম উপাচার্য হিসেবে চূড়ান্ত করে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ট্রাস্টি ও উপাচার্য আলী নকী থাকলেও নতুন উপাচার্য হন মনিরুল হক। বিএনপি-জামায়াতের সমর্থকেরা উপাচার্যকে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছেন। আর আলী নকী একের পর এক মামলা করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চাচ্ছেন।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজশাহী ও যশোর শাখার কার্যক্রম বন্ধ না করার জন্য আদালত নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহ-উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ জাবিদ হোসাইন এই দুটি শাখার সমন্বয়কারী। আদালতের এই স্থগিতাদেশের সুযোগ নিয়ে দেশজুড়ে ২৮টি 'আউটরিচ' কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। এক প্রশ্নের জবাবে জাবিদ হোসাইন বলেন, খুলনা ও যশোর শাখা আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে চলছে। তাঁর জানামতে, বাকি আউটরিচ কেন্দ্রগুলোর এমন কোনো অনুমোদন নেই।

রয়েল ও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, 'আমরা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বারবার সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। অবৈধ প্রতিষ্ঠান বা শাখায় কেউ ভর্তি হলে এর দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্টকেই বহন করতে হবে।'